# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ০৪.০৯.২০১৯–০৮.০৯.২০১৯]

**ডিসক্লেইমার**

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

# মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় বিরাজমান রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, শেরপুর, সাতক্ষীরা, রাঙামাটি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, গাজীপুর, কক্সবাজার, বরগুনা ও বান্দরবান জেলায় আগামী পাঁচ দিনে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং আগামী পাঁচ দিনে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

উপরোক্ত তথ্য এবং গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া বিবেচনা করে জেলাভিত্তিক কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

**কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

**আউশ ধান:**

কর্তন পর্যায়-

- জমি থেকে ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে পানি নিষ্কাশন করে ফেলতে হবে।
- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ স্থানে রাখুন।

**আমন ধান :**

- সেচ দিন এবং সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখুন। পানির স্তর ৭ সেমি এর বেশি হলে কুশির সংখ্যা কমে যেতে পারে।
- জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত বিরতিতে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার, ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করা যেতে পারে।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- আগাছা নিধনের পর নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পামরি পোকা, চুঙ্গী পোকা, গল মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সারের প্রথম উপরিপ্রয়োগ দেরীতে করুন, হাত দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন, ডগার অংশ কেটে ফেলুন, এর পর প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি কুইনালফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া ও খোল পচা রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- নীচু এলাকায় এখনও বন্যার পানি নেমে যাবার পর চারা রোপণ করার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু দেরীতে রোপণ করা হচ্ছে, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান ৩৮, ব্রি ধান ৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল ও স্থানীয় জাত ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সবজি:**

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- লাউ ও সীম এর বীজ বুনে দিন।

- শীত কালীন সবজির চারা তৈরির জন্য এটাই আদর্শ সময়। পর্যাপ্ত আলো বাতাস আছে এমন উঁচু জমিতে চারা তৈরি করুন।
- ১ মিটার চওড়া এবং জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বা করে বীজতলা করে সেখানে উন্নত জাতের ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো এসবের চারা উৎপাদন করা যায়।
- জো অবস্থা আসতে দেরী হলে বস্তা পদ্ধতিতে লতা জাতীয় সবজির চাষ করা যায়।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ, মরিচ ও অন্যান্য সবজির জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- সবজির পাতায় দাগ রোগ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় কপার ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করুন।
- বেগুনের ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন এবং ১ লিটার পানিতে ৪ গ্রাম সেভিন ডব্লিউপি অথবা ২ মিলি ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চিচিঙ্গাতে শিকড় পচা রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতায় মরিচ, বেগুন ও পেঁপের পাতা কোকড়ানো রোগ দেখা দিতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণে বৃষ্টি  না থাকলে প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি রগর অথবা ডাইমেথয়েট মিশিয়ে স্প্র করুন।
- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য চারার চার পাশের মাটিতে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গ্রীষ্মকালীন বেগুন পাতা কোকড়ানো রোগ থেকে রক্ষার জন্য ১ লিটার পানিতে ২ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

**উদ্যান ফসল:**

- এ সময় ফলদবৃক্ষ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ রোপন করুন। বন্যা বা বৃষ্টিতে মৌসুমের রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। এছাড়া এ বছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেওয়া, বেড়া ও খুঁটি দেওয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল প্রুনিং করতে হবে। নারিকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করুন।
- ডালিমের ব্লাইট ও ফল পচা  রোগ থেকে রক্ষার জন্য ২০০ লিটার পানিতে ৬০০ গ্রাম ম্যানকোজেব ও ১০০ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- আম বাগানের আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, লেবু লাগানোর জন্য এটি আদর্শ সময়।

**নারিকেল:**

- বর্ষা মৌসুমে নারকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য ম্যানকোজেব স্যাশে (২ গ্রাম) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্যানোডার্মা রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- রাইনোসেরস বিটল এর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গাছের উপরের অংশ পরিষ্কার রাখুন। আক্রান্ত অংশ থেকে পোকা বের করে এনে পোকার গর্তে বর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যেন ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।
- আর্দ্র ও জলাবদ্ধ অবস্থায় সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি নিমবিসিডিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেল চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করুন।

**কলা:**

- কলাগাছ রোপণ করুন। আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- ঝোড়ো হাওয়া থেকে ফসল রক্ষার জন্য খুটির ব্যবস্থা করুন।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আক্রান্ত পাতা কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১% বোর্দো মিক্সচার ১৫ দিন পর পর ৫ থেকে ৬ বার স্প্রে করুন।
- ৩ মাস বয়স হলে গাছ প্রতি ১২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম এসএসপি এবং ২৭৫ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করুন।
- কান্ডের উইভিল আক্রমণ করলে অনুমোদিত মাত্রায় ক্লোরোপাইরিফস অথবা কুইনালফস প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী:**

- ছাগলের ডায়রিয়া হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বাইরে পশুচারণ করা যাবে না।
- গোয়াল ঘরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। পানি যেন জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন, গর্ত ভরাট করে দিন যাতে মশা নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বর্ষা মৌসুমের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।
- ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির সুস্থতা ও ওজন বৃদ্ধির জন্য কৃমিনাশক প্রয়োগ করুন।
- মুরগীর রাণীক্ষেত রোগ থেকে রক্ষার জন্য পানি ও খাবারের সাথে এন্টিবায়োটিক খাওয়ান।

# দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

| বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ঢাকা | সামান্য | ৩৪.৬ | ২৭.৯ | রাজশাহী | রাজশাহী | ০০ | ৩৪.৫ | ২৭.০ |
| | টাঙ্গাইল | ০০ | ৩৪.৭ | ২৭.০ | | ঈশ্বরদী | ০০ | ৩৪.২ | ২৭.৬ |
| | ফরিদপুর | ০০ | ৩৪.৪ | ২৭.০ | | বগুড়া | ০৬ | ৩৩.৫ | ২৭.৬ |
| | মাদারীপুর | ০৭ | ৩৩.৩ | ২৬.৮ | | বদলগাছী | ১২ | ৩২.৬ | ২৭.০ |
| | গোপালগঞ্জ | ১২ | ৩১.০ | ২৬.২ | | তাড়াশ | ০০ | ৩৪.০ | ২৭.৫ |
| | নিকলি | ০৫ | ৩৪.২ | ২৭.৪ | | | | | |
| | | | | | রংপুর | রংপুর | সামান্য | ৩৪.১ | ২৭.৬ |
| ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ০৮ | ৩৪.৪ | ২৬.০ | | দিনাজপুর | ১৬ | ৩৫.৩ | ২৭.৭ |
| | নেত্রকোনা | ৩৭ | ৩৪.০ | ২৫.৩ | | সৈয়দপুর | ০০ | ৩৪.৪ | ২৭.৮ |
| | | | | | | তেঁতুলিয়া | ০২ | ৩৫.৫ | ২৭.০ |
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ০৫ | ৩৩.৮ | ২৬.৫ | | ডিমলা | সামান্য | ৩৪.০ | ২৮.০ |
| | সন্দ্বীপ | ০০ | ৩২.৫ | ২৭.০ | | রাজারহাট | ০০ | ৩৪.০ | ২৬.৬ |
| | সীতাকুন্ড | ০৫ | ৩৩.৫ | ২৬.২ | | | | | |
| | রাঙ্গামাটি | ০০ | ৩৩.৪ | ২৫.০ | খুলনা | খুলনা | ০৫ | ৩১.৮ | ২৭.৪ |
| | কুমিল্লা | ০০ | ৩৪.২ | ২৬.৮ | | মংলা | ০৯ | ৩২.৫ | ২৭.০ |
| | চাঁদপুর | ০০ | ৩৪.৭ | ২৬.১ | | সাতক্ষীরা | ০১ | ৩২.৬ | ২৬.৫ |
| | মাইজদীকোর্ট | ০০ | ৩৩.৬ | ২৭.৬ | | যশোর | ১০ | ৩১.৪ | ২৬.৬ |
| | ফেনী | ০৩ | ৩৪.৩ | ২৬.২ | | চুয়াডাঙ্গা | ০১ | ৩৩.৬ | ২৭.০ |
| | হাতিয়া | ০০ | ৩১.০ | ২৭.৬ | | কুমারখালী | ০০ | ৩৩.৩ | ২৭.২ |
| | কক্সবাজার | ০২ | ৩১.৪ | ২৫.৫ | | | | | |
| | কুতুবদিয়া | ০০ | ৩২.৫ | ২৬.০ | বরিশাল | বরিশাল | ০৪ | ৩২.৫ | ২৭.২ |
| | টেকনাফ | ৩৩ | ৩১.৪ | ২৫.০ | | পটুয়াখালী | ১৫ | ৩২.৫ | ২৭.১ |
| | | | | | | খেপুপাড়া | ২১ | ৩২.১ | ২৭.২ |
| সিলেট | সিলেট | ৪৫ | ৩৬.৫ | ২৫.৭ | | ভোলা | ০৫ | ৩২.০ | ২৬.৪ |
| | শ্রীমঙ্গল | ২১ | ৩৫.৫ | ২৫.৩ | | | | | |

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.০১ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৬১ মিঃ মিঃ ছিল।

**সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ**

পূর্বাভাসঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশের দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

## সপ্তাহের শেষে (০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

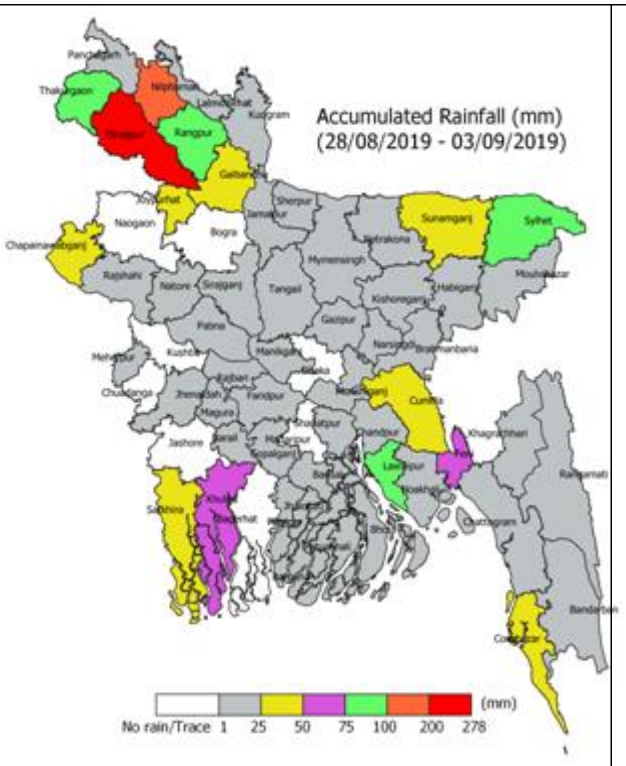


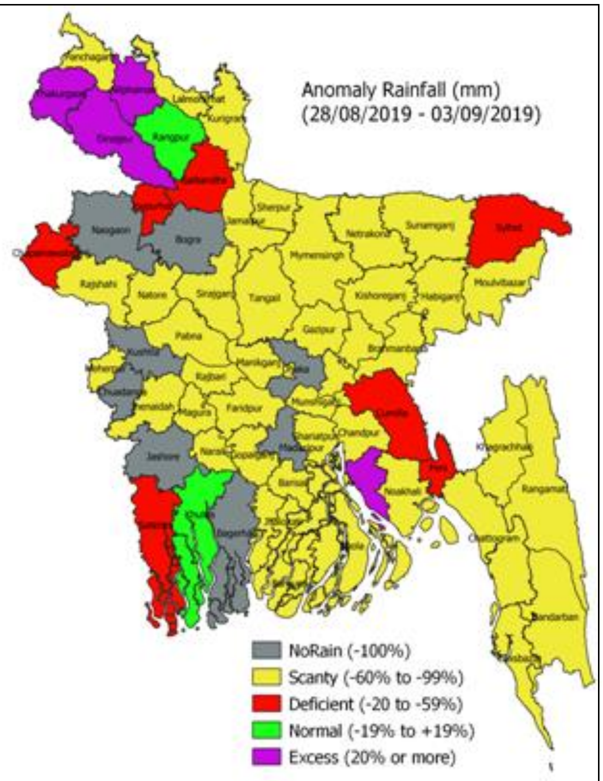


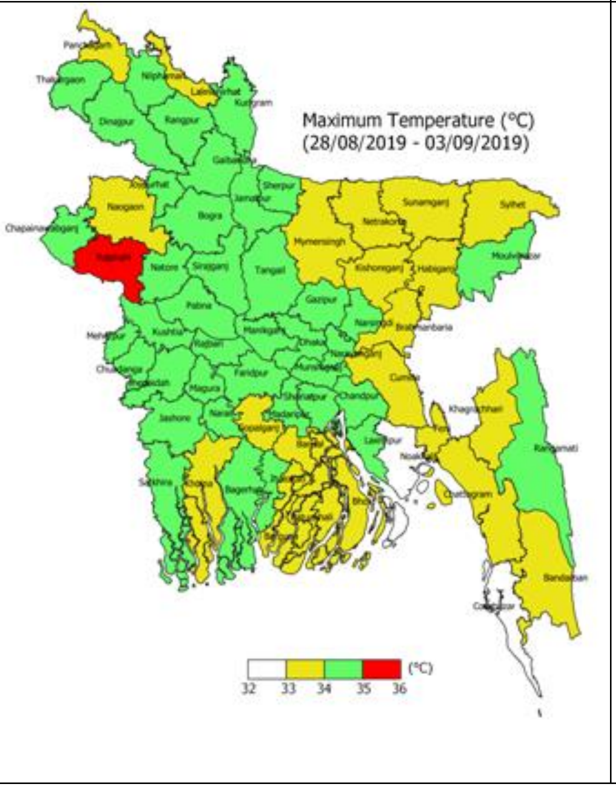


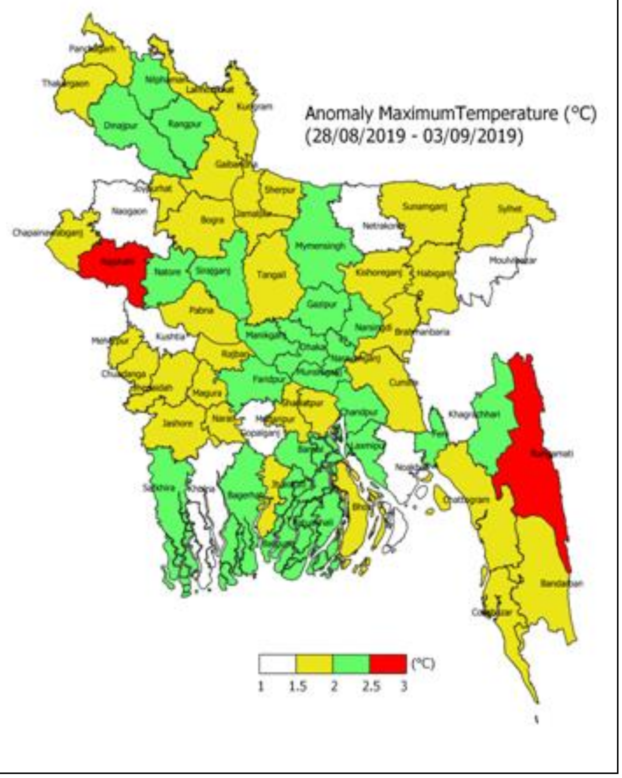

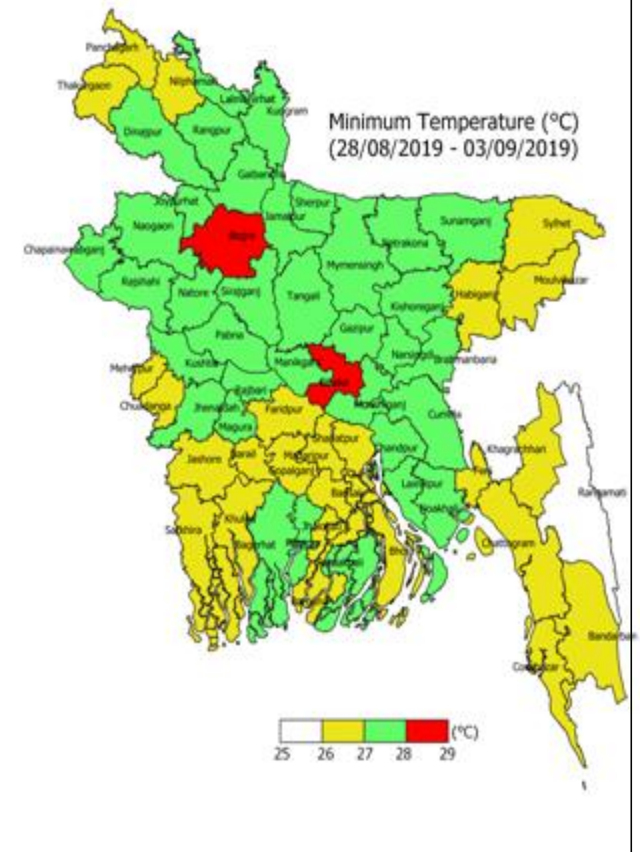
Minimum Temperature (°C)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(°C)
25 26 27 28 29

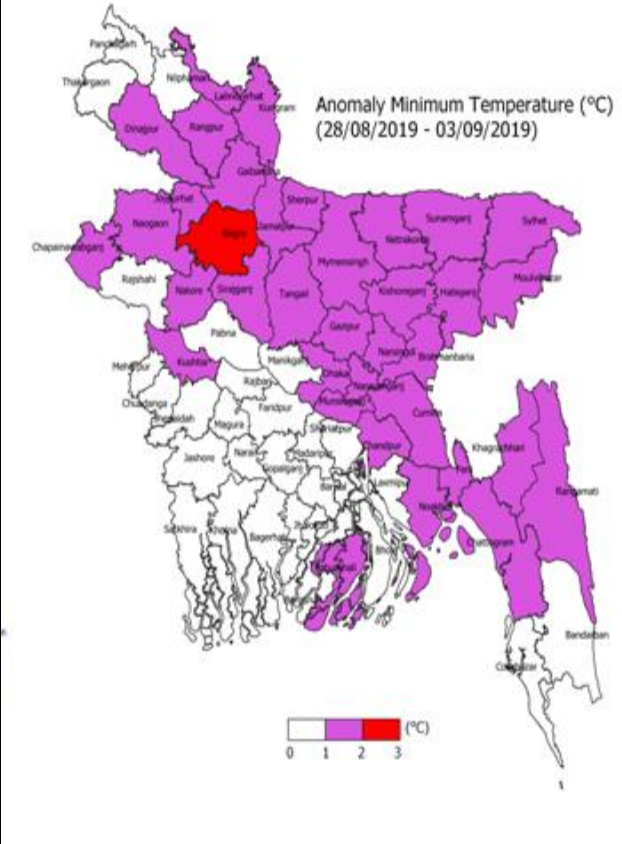
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(°C)
0 1 2 3

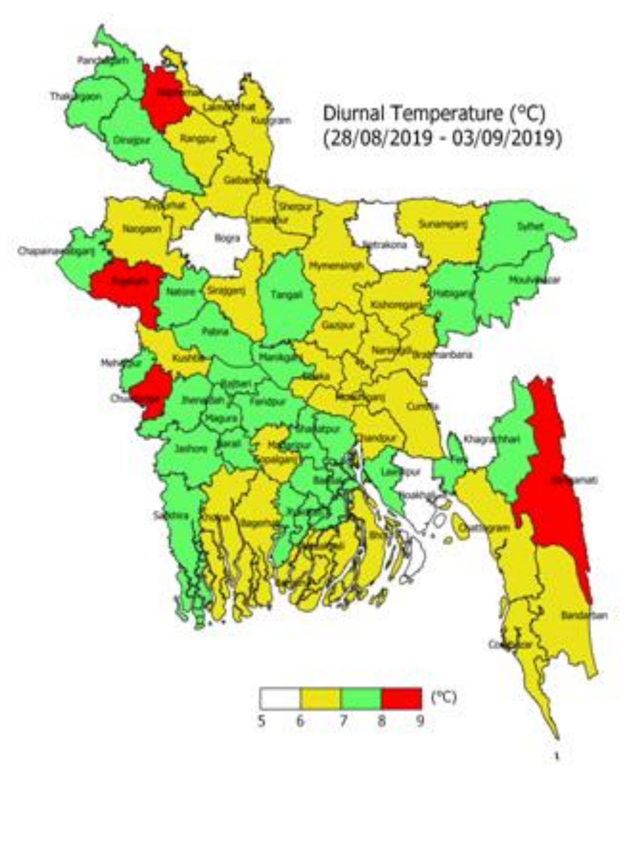
Diurnal Temperature (°C)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(°C)
5 6 7 8 9

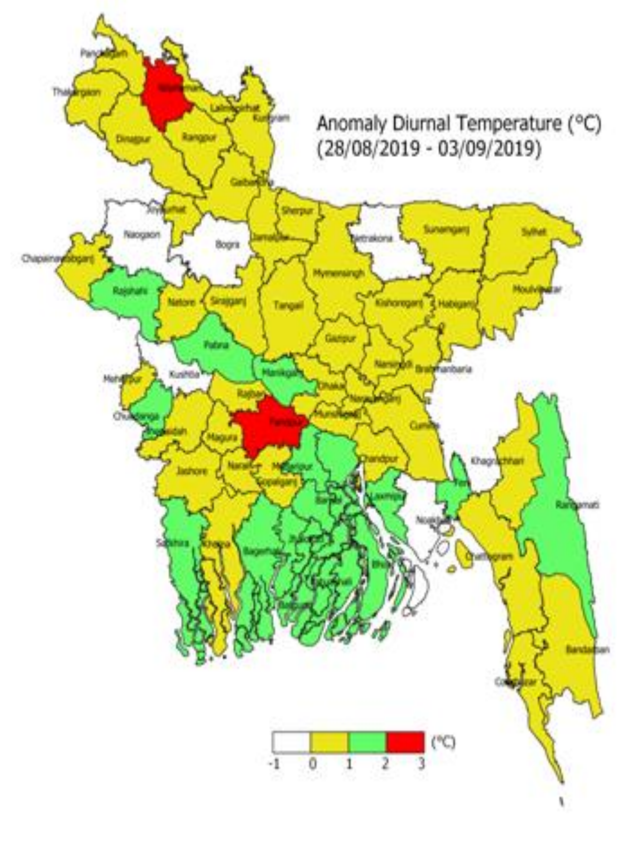
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(°C)
-1 0 1 2 3

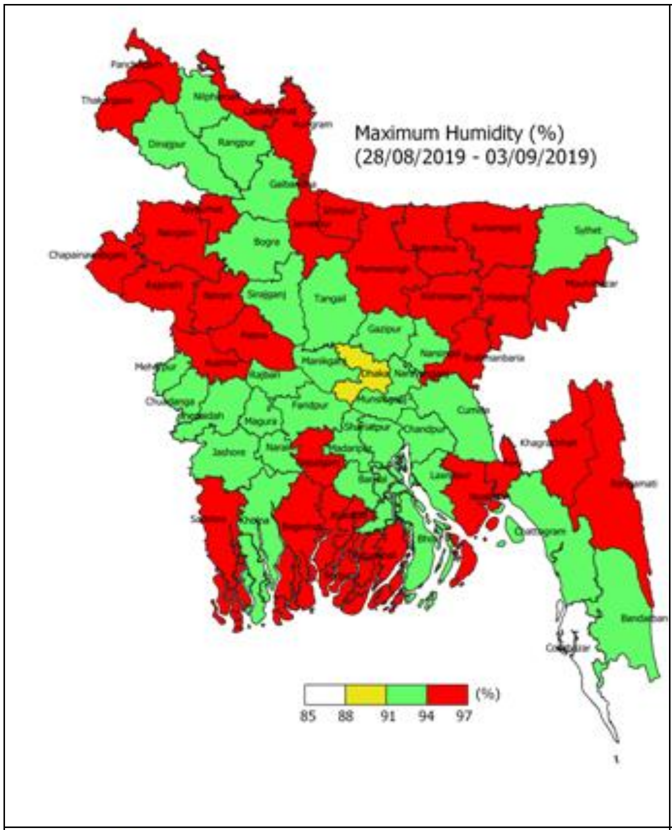
Maximum Humidity (%)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(%)
85 88 91 94 97

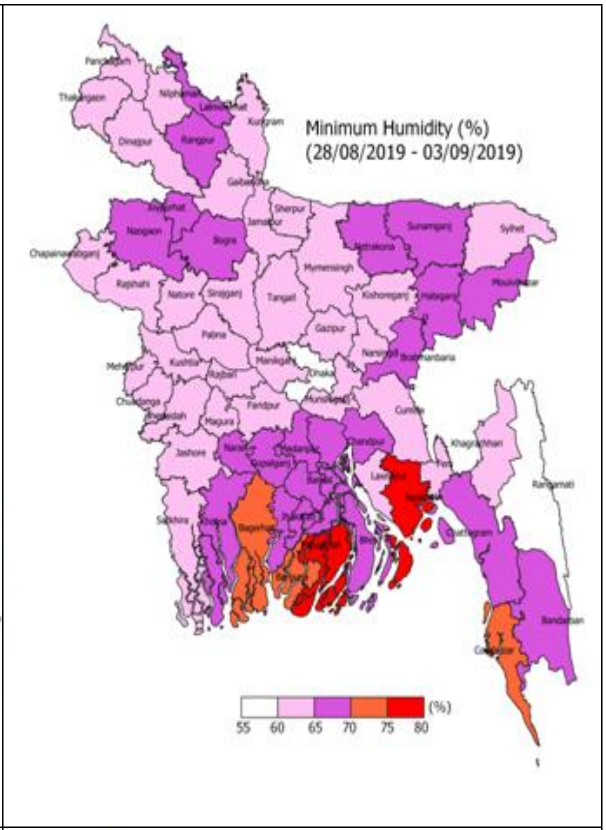
Minimum Humidity (%)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(%)
55 60 65 70 75 80

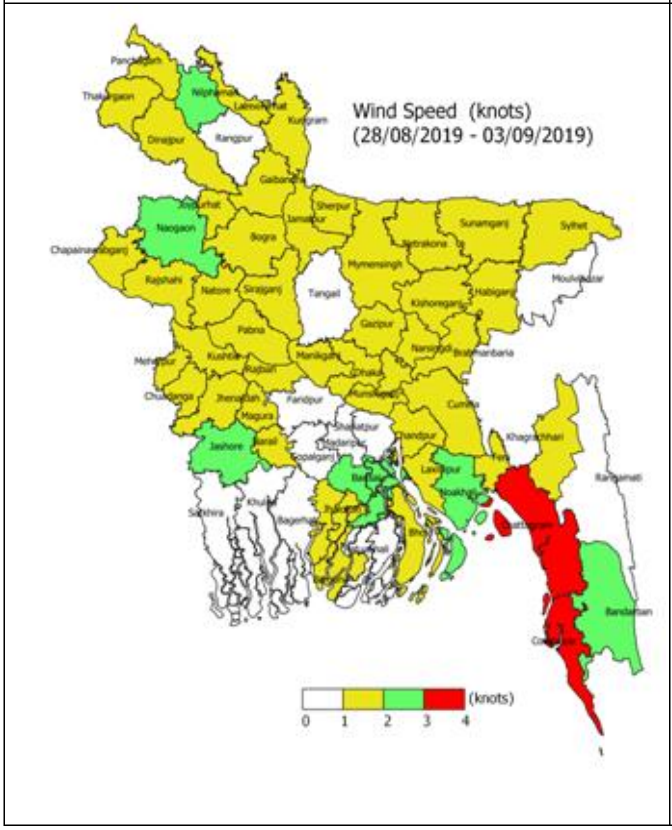
Wind Speed (knots)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(knots)
0 1 2 3 4

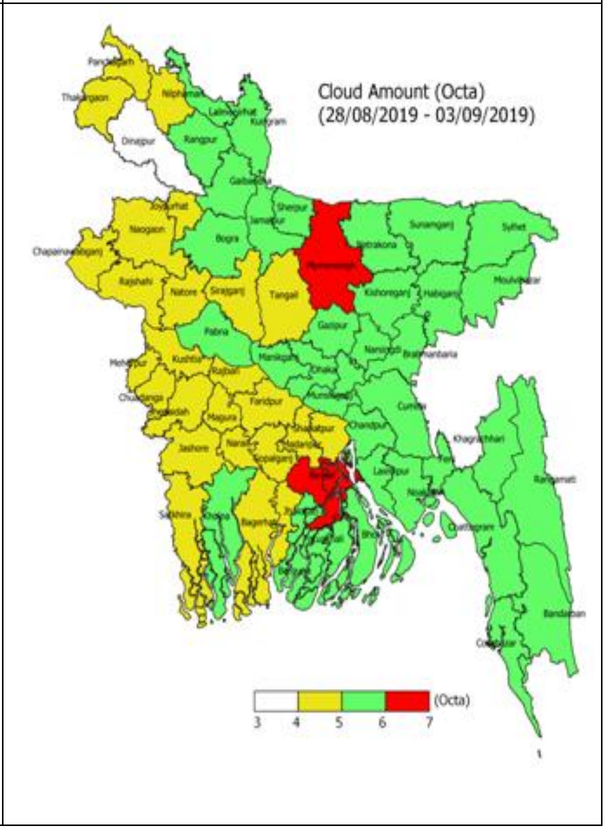
Cloud Amount (Octa)
(28/08/2019 - 03/09/2019)
(Octa)
3 4 5 6 7

# আবহাওয়া পূর্বাভাস

## আবহাওয়া পূর্বাভাস (০১/০৯/২০১৯ হতে ০৭/০৯/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.৫০ থেকে ৬.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ের দুই অথবা তিন দিন খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে এবং দেশের অন্যত্র কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

# আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৪ সেপ্টেম্বর হতে ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

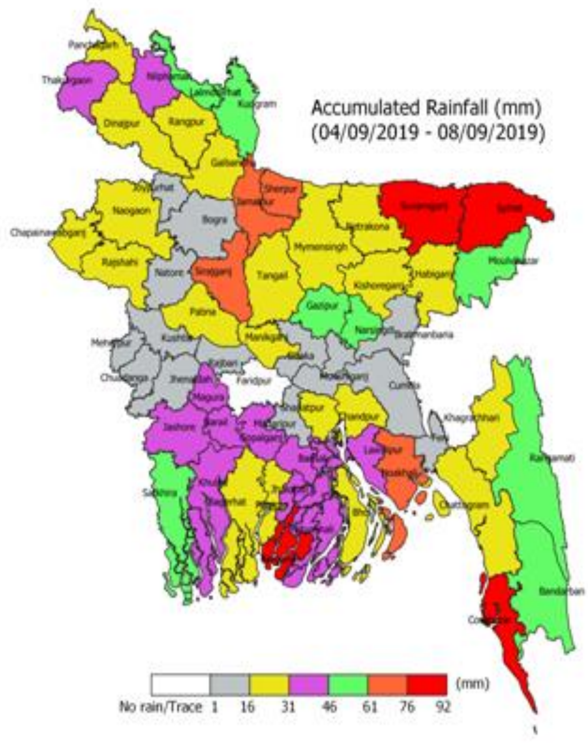


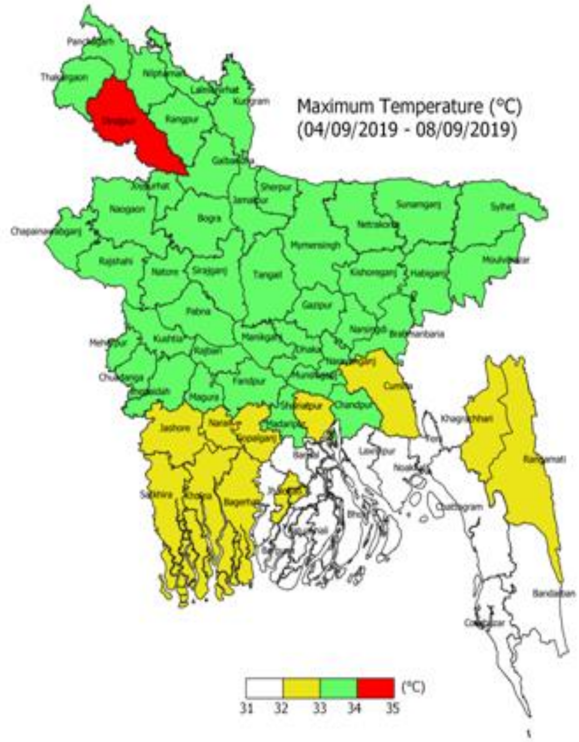


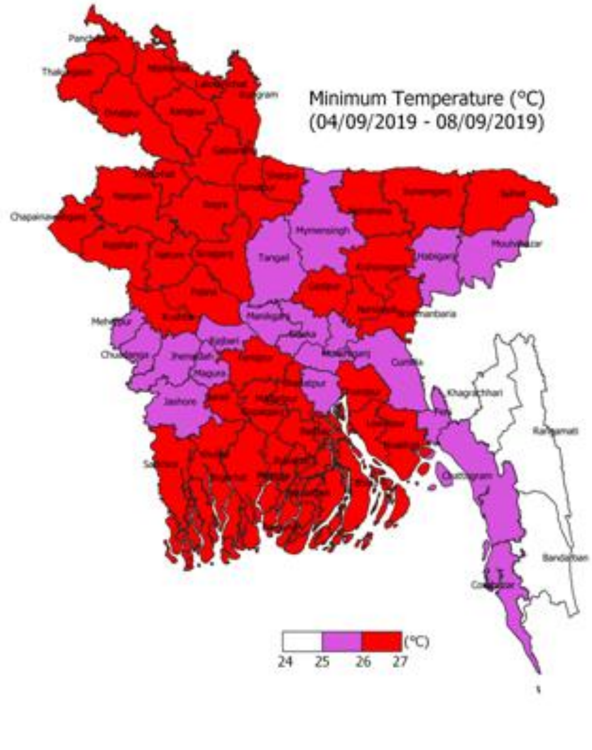


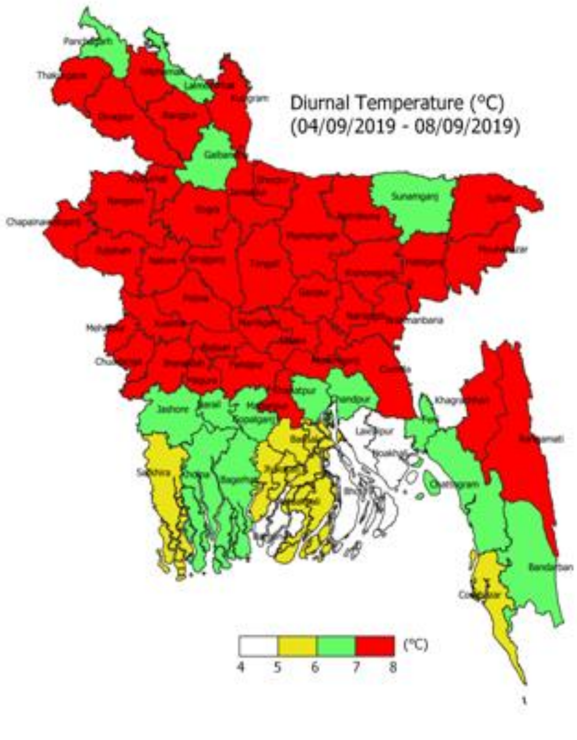

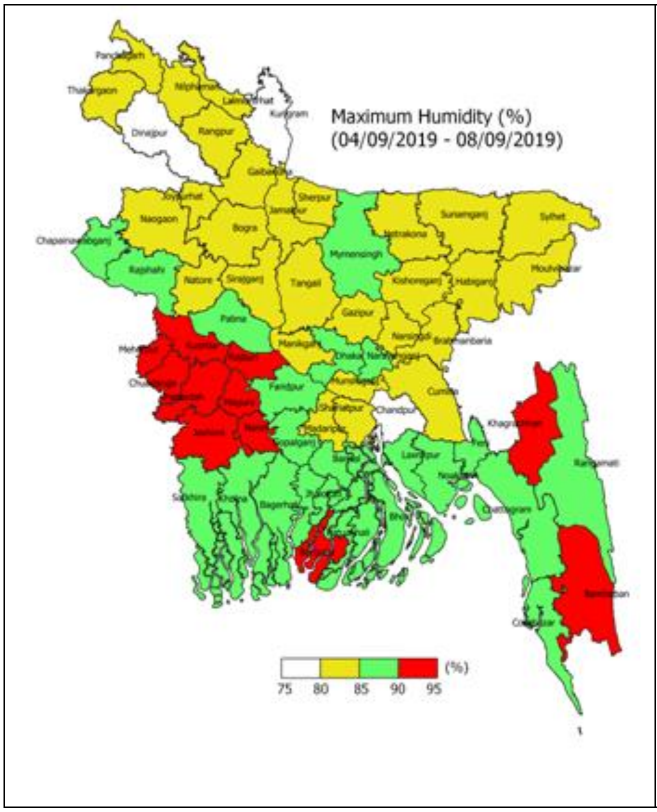
Maximum Humidity (%)
(04/09/2019 - 08/09/2019)
(%)
75 80 85 90 95

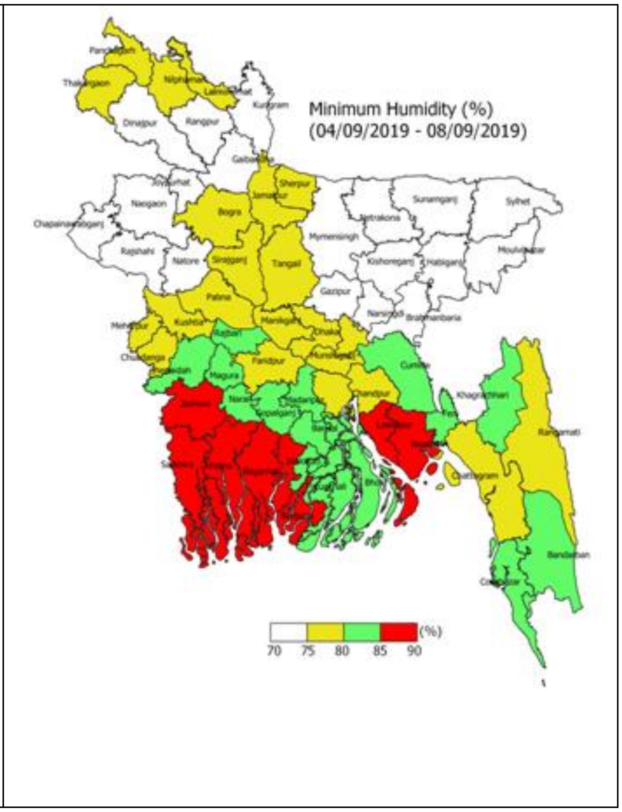
Minimum Humidity (%)
(04/09/2019 - 08/09/2019)
(%)
70 75 80 85 90

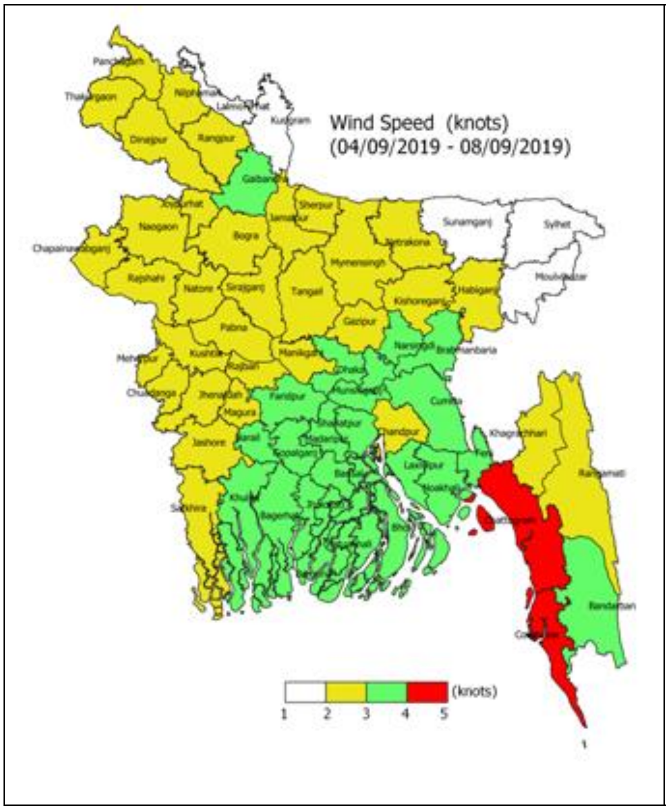
Wind Speed (knots)
(04/09/2019 - 08/09/2019)
(knots)
1 2 3 4 5

# বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 34 (18 August -24 August) over Agricultural regions of Bangladesh

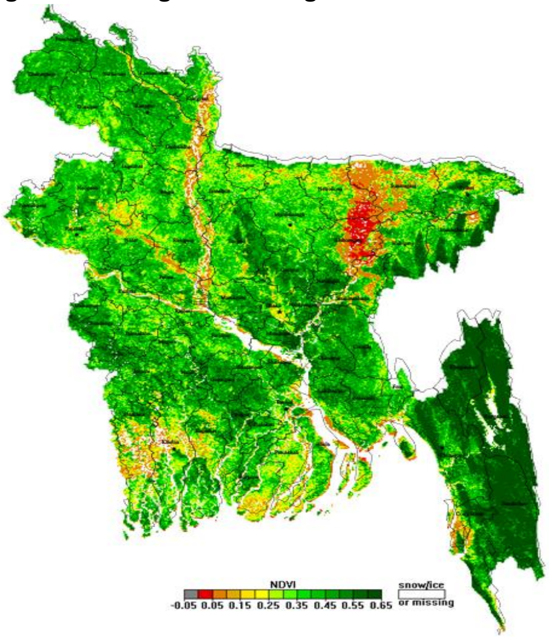


NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 34 (18 August -24 August) over Agricultural regions of Bangladesh

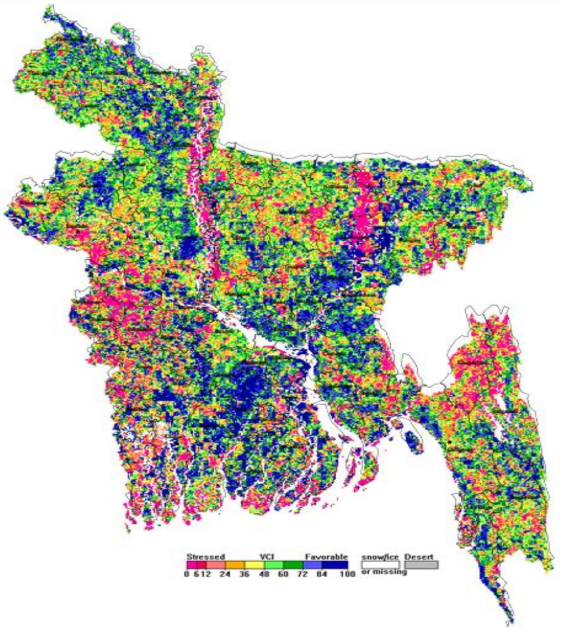


| NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 34 (18 August -24 August) over Agricultural regions of Bangladesh | NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 34 (18 August -24 August) over Agricultural regions of Bangladesh |
|---|---|

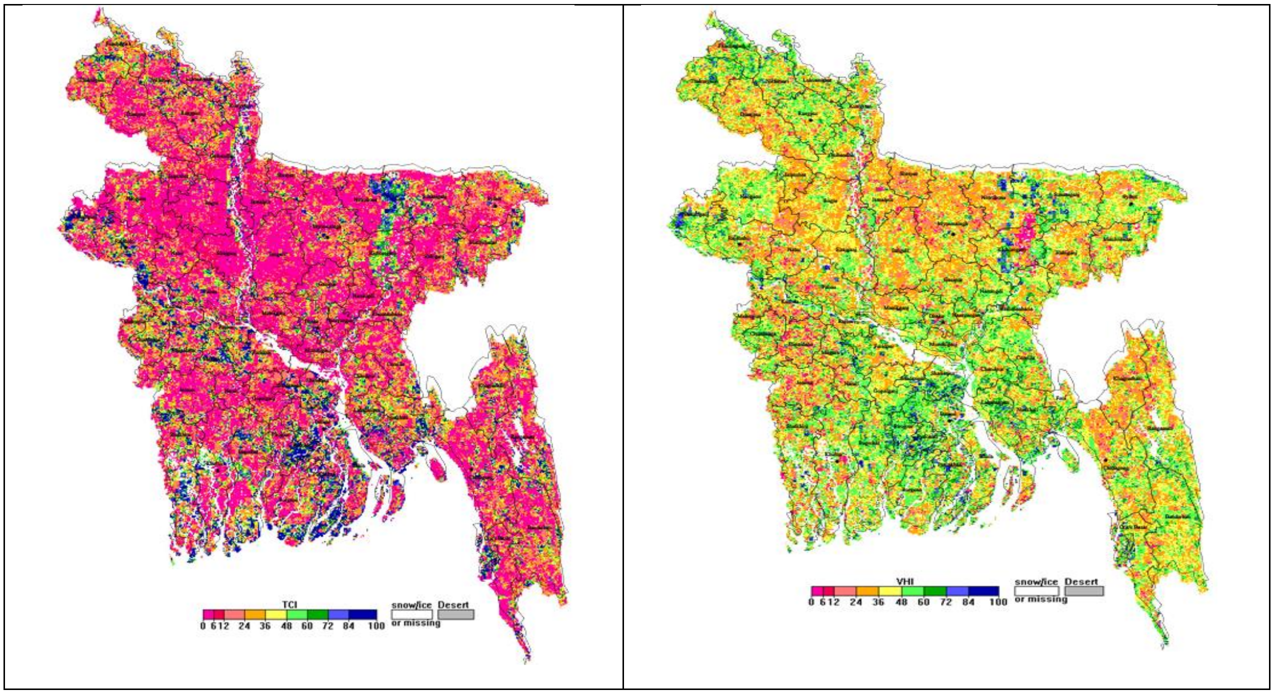


Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলো স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ-পশ্চিম, জেলাগুলো শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

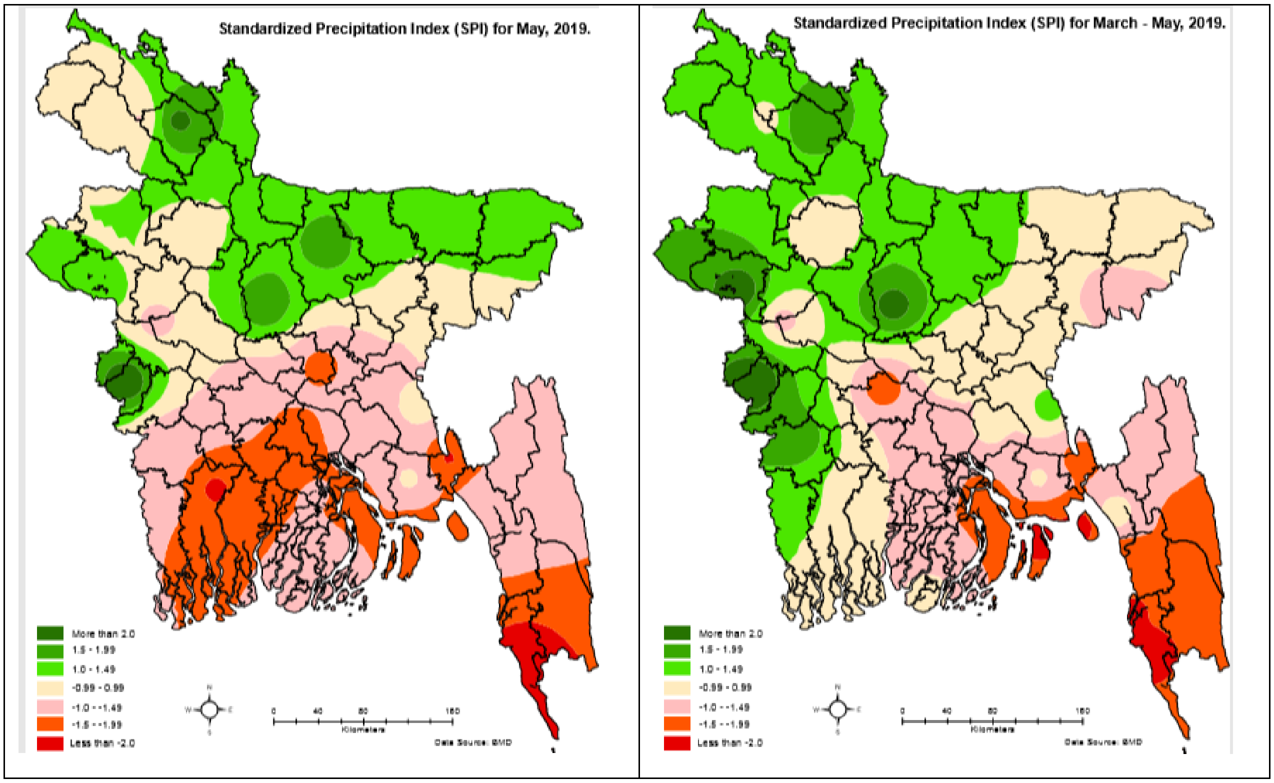

Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

## বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের

(উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

**এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি**

- তিস্তা ও গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে।

**নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন | ৯৩ | বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত | ০৩ |
| বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি | ৩৩ | মোট তথ্য পাওয়া যায়নি | ০০ |
| বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস | ৫৭ | **বিপদসীমার উপরে** | **০০** |